স্বজনতোষী পুঁজিবাদে বৈষম্য আরও বাড়ে

বিআইডিএসের সম্মেলন

দেশের উন্নয়ন কৌশলে জাপানের মডেলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি উল্লেখ করে অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, জাপানে বৈষম্য কম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

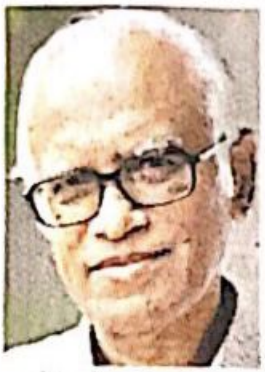

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

স্বজনতোষী পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর অনেক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। বড় অংশের মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু উন্নয়নের সঙ্গে বৈষম্য বেড়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলনের শেষ দিনে গতকাল শুক্রবার এসব কথা বলেন অর্থনীতিবিদ ও ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি ছিলেন এই সম্মেলনের শেষ অধিবেশনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক।

তিন দিনের এই সম্মেলনে দেশি-বিদেশি গবেষক ও অর্থনীতিবিদেরা সশরীর ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নিয়ে উপস্থাপিত প্রবন্ধে বলেন, উন্নয়ন মডেল হিসেবে বাংলাদেশ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে বেশি অনুসরণ করেছে। কিন্তু দেশের উন্নয়ন সাহিত্যে জাপানকে তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। জাপানের প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি সমতামূলক। দেশটি সব সময় শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রেখে নীতি প্রণয়ন করেছে। সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রে শতকোটি ডলারের মালিক যেখানে ৬৭৫ জন, জাপানের মাত্র ২৫ জন। এমনকি ভারতেও শতকোটি ডলারের মালিক ১৫৩ জন। অর্থাৎ জাপানে বৈষম্য কম।

প্রবন্ধে ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি ও নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার নীতির মধ্যে পার্থক্য টানেন। তিনি বলেন, হাতে গোনা কিছু গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়া হলে তা স্বজনতোষণের পুঁজিবাদে (ক্রনি ক্যাপিটালিজম) পর্যবসিত হতে পারে। এতে বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়।

ঢাকা মহানগরের অতি বৃদ্ধি নিয়ে তিন দিনের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) পরিচালক আহমাদ আহসান। তিনি বলেছিলেন, ঢাকা মহানগরের অতি বৃদ্ধির কারণে জিডিপির ৬ থেকে ১০ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু অনেকটা ছাইভস্মের মধ্যে মানিক রতন খোঁজার মতো এর মধ্যেও ভালো দিক খোঁজেন ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। নগরের অতি ঘনত্বকে তিনি ঘনত্ব সুবিধায় রূপান্তরিত করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, সারা দেশকে শহরের মতো করে করে গড়ে তুলতে হবে। এতে দূরত্ব ঘুচে যাবে, সরবরাহ ব্যবস্থার সব উপাদান আরও কাছাকাছি আসবে। ফলে অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার করা যাবে। তবে সে জন্য ভালো পরিকল্পনা দরকার।

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

» বৈষম্য না গেলে ফাঁদে পড়বে বাংলাদেশ পৃষ্ঠা ১৩

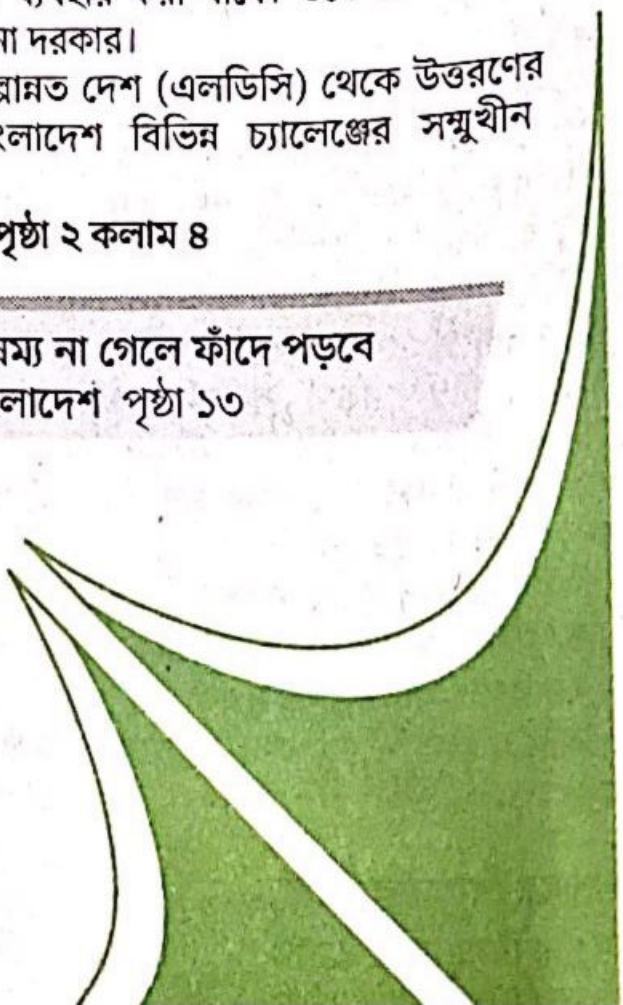

পুঁজিবাদে বৈষম্য আরও বাড়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবে বলে উল্লেখ করে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, সে জন্য এখন থেকেই তা মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করেছে। মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করতে সময় ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রয়োজন হয়। তিনি আরও বলেন, সরকার একটি ভুল প্রায়ই করে থাকে। সেটা হলো মুক্তবাণিজ্য চুক্তিবিষয়ক আলোচনায় ব্যবসায়ীদের ওপর বেশি নির্ভর করা।

তিন দিনের সম্মেলনের গতকাল শেষ দিনের অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির প্রমুখ।

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কর্মসংস্থান বাড়ছে না এবং কৃষি খাতের পাশাপাশি তৈরি পোশাক খাতেও এ ধারা দেখা যাচ্ছে—আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে মসিউর রহমান বলেন, দেশে এক ইউনিট বিনিয়োগের বিপরীতে এখন শূন্য দশমিক ৬ ইউনিটের মতো কর্মসংস্থান হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ অনেক বাড়াতে হবে। দেশের ভেতর থেকে এত বিনিয়োগ হওয়া কঠিন। সে জন্য বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

দেশীয় ব্যবসায়ীদের অতিমাত্রায় সুরক্ষা দিয়ে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব কি না, এ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের আলোচনার প্রেক্ষাপটে মসিউর রহমান বলেন, নতুন দেশে সুরক্ষা দিতে হয়, কিন্তু বেশি দিন সুরক্ষা দিলে বুঝতে হবে সমস্যা আছে।

কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এর জন্য দরকার শিক্ষা। কিন্তু দেশের অনেক শিক্ষিত মানুষ কাজ পান না। বাজারে যে ধরনের কাজের চাহিদা আছে, সেই ধরনের কাজের দক্ষতা অনেকেরই নেই। দেশে এখন তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি। এটা একটা দেশের জন্য আশীর্বাদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নের পেছনে এই তরুণ জনেগাষ্ঠীর ভূমিকা আছে। কিন্তু আগামী দুই দশক পরে আর সেই সুবিধা থাকবে না। তাই বাজারের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় থাকা দরকার।

এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দিয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে ধনী দেশ হতে চায়। আর সে বছর থেকেই দেশে তরুণ জনেগাষ্ঠীর সংখ্যা কমতে শুরু করবে।

বৈষম্য না গেলে ফাঁদে পড়বে বাংলাদেশ

বিআইডিএসের সম্মেলন

দেশে এই ছোট কৃষকদের একধরনের অর্থনৈতিক কণ্ঠস্বর তৈরি হলেও রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর তৈরি হয়নি বলে মনে করেন হোসেন জিল্লুর রহমান।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিআইডিএসের বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলনের শেষ দিনে গতকাল উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মসিউর রহমান (বাঁয়ে), পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম (মাঝে) ও বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন। ছবি : প্রথম আলো

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের গবেষণা (ইউএন-ডেসা) প্রধান নজরুল ইসলাম বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশে স্পষ্টত অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে। এ বৈষম্য দূর করা না গেলে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ে যাবে। তাতে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলনের শেষ দিনে গতকাল শুক্রবার প্রথম অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেক বেশি উল্লেখ করে এই গবেষক-অর্থনীতিবিদ বলেন, আশির দশকে যেখানে দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমছিল, তখন গ্রামীণ অর্থনীতিকে কম গুরুত্ব দেওয়ার কারণে বাংলাদেশে বৈষম্য ৩১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশে উঠেছিল। এখনো দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশের চেয়ে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেক বেশি।

স্বাধীনতার পর ৫০ বছরে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে বেশ সাফল্য দেখিয়েছে উল্লেখ করে নজরুল ইসলাম বলেন, দেশটি এখন সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ যে প্রক্রিয়ায় এ সাফল্য অর্জন করেছে, তা শুরুর দিককার অর্থনীতিবিদদের নির্দেশিত পদ্ধতির চেয়ে অনেকটাই আলাদা। তবে সেই সময়ের গবেষকদের দেখানো কৌশলগুলো এখন নতুন প্রজন্মের সমস্যা মোকাবিলায় কাজে লাগানো যেতে পারে।

নজরুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেশের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তাই কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে কর্মসংস্থান বাড়িয়ে গ্রামীণ উন্নয়ন করা যায়, সেটিই ছিল মূল প্রশ্ন। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষকেরা জমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে আয়ের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে বলেন। বঙ্গবন্ধু সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর সেটা আর বাস্তবায়িত হয়নি। বরং সমবায়ের ধারণা থেকে বেরিয়ে বেসরকারি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে বাংলাদেশ। পরবর্তীকালে এরশাদ সরকারের আমলে গৃহীত নতুন শিল্পনীতিতে সেই ধারা আরও গতি পায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসে গুরুত্ব দিতে বলেন নজরুল ইসলাম। তিনি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'এসব দেশ গ্রামীণ অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেও উন্নতি করতে পেরেছে। এখন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উদ্‌যাপন করছে, কিন্তু আসন্ন নতুন প্রজন্মের সমস্যাগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়েও ভাবা উচিত আমাদের। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করার বিকল্প নেই। প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধুর গ্রামভিত্তিক সমবায় কার্যক্রমও চালুর কথা ভাবা যেতে পারে।'

অনুষ্ঠানে অন্য আলোচকদের মধ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাউথ এশিয়া জেন্ডার ইনোভেশন ল্যাবের অর্থনৈতিক পরামর্শক তনিমা আহমেদ। প্রবন্ধে তিনি বলেন, নিরাপত্তা বিষয়ে এখনো সব স্তরের নারীরা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছেন। প্রায় ৩১ শতাংশ নারী ঘরের বাইরে অনিরাপদ বোধ করেন। এ হার পুরুষের ক্ষেত্রে মাত্র ৪ শতাংশ। কম বয়সী ও শিক্ষিত নারীরা বেশি অনিরাপদ বোধ করেন।

পোশাকশিল্পে নারীদের কাজের অগ্রগতিসংক্রান্ত অপর এক প্রবন্ধে কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদে নারীদের কম মূল্যায়নের কথা তুলে ধরা হয়। প্রবন্ধে বলা হয়, চাকরিতে নারীদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি হলেও উচ্চ পদ এবং বেশি বেতনের ক্ষেত্রে নারীদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। উচ্চ পদে নারীদের পদায়নের সংখ্যা কম। গৃহস্থালির কাজেও নারীদের অবমূল্যায়ন করা হয়।

ছোট কৃষকদের সহায়তা দিতে হবে

বিআইডিএসের উন্নয়ন সম্মেলনের শেষ দিনের আরেক অধিবেশনে প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থনীতিবিদেরা বলেন, দেশে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ দিন দিন কমছে। এটাই দেশের নতুন বাস্তবতা। ইউরোপ-আমেরিকায় যেমন বড় খামার দেখা যায়, দেশে তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ বাস্তবতায় ছোট কৃষকদের সহায়তা দিতে হবে।

এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকের চেয়ারপারসন হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, দেশের গ্রামাঞ্চলে নতুন তরুণ উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি হয়েছে। তাঁদের আগে দেখা যায়নি। তাঁরাই এখন কৃষি বিভিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ধানের পাশাপাশি সবজি ও ফল চাষ করছেন তাঁরা। দাউদকান্দিতে নতুন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ নিজের প্রয়োজনে নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক তৈরি করছেন। কৃষিজমি ভাগ হয়ে গেলেও ছোট চাষিরা টিকে থাকার নানা পদ্ধতি তৈরি করেছেন। এখন সরকারের উচিত হবে এই ছোট চাষিদের নীতিগত সহায়তা দেওয়া। তিনি মনে করেন, দেশে এই ছোট কৃষকদের একধরনের অর্থনৈতিক কণ্ঠস্বর তৈরি হলেও রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর তৈরি হয়নি।

> **“ কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও মানবসম্পদের উন্নয়ন সমাজের অগ্রগতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।**
>
> বিনায়ক সেন, মহাপরিচালক, বিআইডিএস

> **“ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উদ্‌যাপন করছে, কিন্তু আসন্ন নতুন প্রজন্মের সমস্যাগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়েও ভাবা উচিত আমাদের। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করার বিকল্প নেই।**
>
> নজরুল ইসলাম, উন্নয়ন গবেষণা প্রধান, জাতিসংঘ

হোসেন জিল্লুর রহমান আরও বলেন, দেশে দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে তা ঠিক, তা সত্ত্বেও কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে বৈষম্য থেকে যাবে। গ্রাম থেকে মানুষ কাজের আশায় শহরে আসছে। তবে শহরের দরিদ্রদের অবস্থা গ্রামীণ দরিদ্রদের চেয়ে খারাপ। তাঁরা আরও বেশি অরক্ষিত। কোভিডের সময়ও দেখা গেল, শহরের দরিদ্র মানুষই সবচেয়ে দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। আর দুর্যোগের সময় যে শহরের শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষেরা গ্রামে চলে যান, সেটা একধরনের সাংস্কৃতিক ব্যাপার; এ বিষয় নীতিপ্রণেতাদের বোঝা দরকার বলে মত দেন তিনি।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, কৃষির রূপান্তর নিয়ে এ অধিবেশন আয়োজন করার উদ্দেশ্য হলো কৃষির বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক ও ব্যবস্থা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না, তা অনুধাবন করা। উন্নয়ন সাহিত্যে বরাবরই বলা হয়েছে, কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বা মানবসম্পদের উন্নয়ন সমাজের অগ্রগতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে না বা বড় বিনিয়োগ কেন আসছে না, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। তাঁর প্রশ্ন, কৃষিবিষয়ক প্রথাগত ধারণা এ বিনিয়োগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না।

গতকাল বিশ্বব্যাংকের পভার্টি অ্যান্ড ইক্যুইটি গ্লোবাল প্র্যাকটিসের পরামর্শক গ্লাডিস লোপেজ আচিভেডো ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি দেখান, নিম্ন আয়ের দেশে কৃষি খাতে ৫৩ শতাংশ, শিল্প খাতে ১২ শতাংশ ও সেবা খাতে ৩৫ শতাংশ নারী কাজ করেন। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে কৃষি খাতে ৪২ শতাংশ, শিল্প খাতে ১৭ শতাংশ ও সেবা খাতে ৪২ শতাংশ নারী কাজ করেন। উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে কৃষি খাতে ১১ শতাংশ, শিল্প খাতে ১৫ শতাংশ ও সেবা খাতে ৭৪ শতাংশ নারী কাজ করেন। আর উচ্চ আয়ের দেশে কৃষি খাতে মাত্র ২ শতাংশ, শিল্প খাতে ১১ শতাংশ ও সেবা খাতে ৮৭ শতাংশ নারী কাজ করেন।

অধিবেশনে আরেকটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ কুনাল সেন। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক স্বপন আদনান।